বিষয়বস্তুঃ ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

মুহার্‌রম মাসের পঞ্চম জুমুআর বয়ান

(৩০ শে মুহার্‌রম ১৪৪৫ হিজরী, ১৮ ই আগস্ট ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১০৮

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَمِنْ أٰيٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۞

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ .

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আজ আমাদের বিষয়বস্তু হল, 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন'। আমরা এ সম্পর্কে প্রথমে কুরআনের একটি আয়াত লক্ষ্য করি। আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমে সূরা রূমের ২১ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَمِنْ أٰيٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন এই

যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মাঝে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল মানুষদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।" এ পর্যন্ত আয়াতের তরজমা শেষ হল। এবার সংক্ষিপ্ত তাফসীর শোনা যাক।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এ আয়াতের মধ্যে মানবজাতির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে যে, মহান রব্বুল আলামীন মানবজাতির জন্য তাদেরই মধ্য থেকে তাদের জীবনসঙ্গিনী অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে তারা নিজেদের দৈনন্দিন কর্মজীবনের যাবতীয় দুঃখ, কষ্ট ও ক্লান্তি নিবারণের জন্য তাদের কাছে আশ্রয় নিতে পারে। শুধুতাই নয়, বরং আল্লাহ তায়ালা স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে এমন ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তারা সারাজীবন মিল-মহব্বতের সাথে বসবাস করতে পারে। এটাই আল্লাহ তায়ালার অপূর্ব নিয়ামত।

যারা বিবাহিত তারা এ নিয়ামতের মর্ম স্পষ্টরূপে বুঝতে পারবেন যে, সারাদিন গৃহকর্তা (স্বামী) জীবিকা অর্জনের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর এবং গৃহকর্ত্রী (স্ত্রী) সংসারের কঠোর পরিশ্রমের পর উভয়ে একটু মানসিক প্রশান্তির জন্য একে অপরের প্রতি কতটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে, এটা একমাত্র তারাই জানে যারা বিবাহিত।

মোটকথা এই পৃথিবীতে যেমন নারী ছাড়া একজন পুরুষের জীবন অসম্পূর্ণ, তেমনিভাবে পুরুষ ছাড়া একজন নারীর জীবনও অসম্পূর্ণ। উভয়ে একে অপরের পরিপূরক। আর উভয়ের এই যৌথ জীবনটাকে বলা হয় পারিবারিক জীবন।

সুধী ভাই সকল ! এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, বর্তমান সমাজে অধিকাংশ মানুষের পারিবারিক জীবন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা প্রায় দেখছি যে, অধিকাংশ পরিবারে বিয়ে হতে না হতেই বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। আবার বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যদিও বিবাহ বাকি আছে, তবে উভয়ের মাঝে পারিবারিক জীবনটা যেন

জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। রাতদিন ঝগড়া, অশান্তি ও নির্যাতন লেগেই আছে।

আবার প্রায় ক্ষেত্রে এমনও ঘটছে যে, সামান্য তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে হুটহাট করে তালাক দিচ্ছে। তাও আবার শুধু এক তালাক নয়, বরং একেবারে সরাসরি তিন তালাক। যেটা দিলে আর কোন উপায় থাকে না এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারামও বটে। তাই আজ আমরা সংক্ষিপ্তাকারে এই পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ইসলামের কিছু নির্দেশনা তুলে ধরার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ।

সম্মানিত বন্ধুগণ ! এখন জানার বিষয় হল, বর্তমান সমাজের পারিবারিক জীবনের এই দুর্দশার পিছনে কারণ কী হতে পারে ? জেনে রাখা উচিৎ, এ সম্পর্কে একটু সমীক্ষা করলে আমাদের সামনে ৩টি কারণ বেরিয়ে আসবে। (১) বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ত্রুটি, (২) বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের হক অর্থাৎ অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা, (৩) একান্ত যদি কোন কারণ বশতঃ বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার শান্তিপূর্ণ

শরয়ী পদ্ধতি কী আছে ? সে সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অজ্ঞতা।

তবে মনে রাখবেন, এই ৩টি বিষয়ে অজ্ঞতার মূল কারণ হল, ইসলামী জ্ঞান ও নীতি-আদর্শ শিক্ষার অভাব। যেটা দূর হবে একমাত্র দ্বীনী মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে। আজ আমাদের সমাজ যদি দুনিয়াবী শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনী শিক্ষার প্রতিও সমানভাবে গুরুত্ব দিত, তাহলে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ত বর্তমান সমাজে পারিবারিক জীবনের অবস্থা এমনটা হত না।

যাইহোক আমরা এখন পারিবারিক বিপর্যয়ের প্রথম দু'টি কারণ সম্পর্কে ইসলামের কিছু নির্দেশনা তুলে ধরার চেষ্টা করব। আর তৃতীয় কারণটি সম্পর্কে পরে কখনও আলোচনা হবে, ইনশা আল্লাহ।

পারিবারিক বিপর্যয়ের প্রথম কারণ।

পারিবারিক বিপর্যয়ের প্রথম কারণ হল, পাত্র-পাত্রি নির্বাচনে ত্রুটি। মনে রাখবেন, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত আমাদের দ্বারা দু'রকম ধরণের ত্রুটি হয়ে থাকে। প্রথমতঃ বিবাহের পূর্বে উভয়পক্ষ একে অপরকে

সঠিকভাবে জেনে বুঝে না নেওয়া। যার কারণে বর্তমান যুগে অধিকাংশ বিবাহ হতে না হতেই বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ পাত্র-পাত্রির মধ্যে কী কী যোগ্যতা দেখতে হবে এবং তার মধ্য থেকে কোনটাকে প্রাধান্য দিতে হবে ? এ বিষয়ে অনেকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভুল করে থাকেন। যার ফলে বিবাহের পর পারিবারিক জীবনে বহু অশান্তি ঘটে।

মুহতারম ভাই সকল ! বিবাহটা কোন খেলাধুলার নাম নয় যে, মন করলাম শুরু করলাম, আবার মন করলাম শেষ করে দিলাম। অনুরূপভাবে বিবাহটা কোন অস্থায়ী চুক্তির নাম নয় যে, মিয়াদ শেষ তো সম্পর্ক শেষ। বরং ইসলাম ধর্মে বিবাহ হল, একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মাঝে জীবনভর সুখে দুঃখে এক সাথে জীবন কাটানোর একটি স্থায়ী চুক্তি। যে চুক্তির মধ্যে শরীয়ত সম্মত উভয়ের কিছু দায় দায়িত্বের কথা উল্লেখ থাকবে এবং সেগুলি বাস্তবায়নের প্রতি উভয়ে সমান ভাবে দায়বদ্ধ থাকবে। বোঝা গেল, এটা কোন অস্থায়ী বিষয় নয় বরং একটি স্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জেনে রাখা দরকার, ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়াতের যমানায় পুরুষরা নারীদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মিয়াদকালীন চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী বিবাহ করত। যেটাকে আরবী ভাষায় বলা হয়, 'নিকাহে মুত্‌আহ' অর্থাৎ নির্দিষ্ট মিয়াদকালীন বিবাহ। এই নিকাহে মুত্‌আর কারণে জাহিলিয়াতের যুগে নারীরা ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়েছিল। না ছিল তাদের আত্মসম্মান, আর না ছিল তাদের পারিবারিক মর্যাদা। ইসলাম এসে ধীরে ধীরে বিবাহের এই প্রথাকে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিয়েছিল। আজ এখনও পর্যন্ত মুসলিমবিশ্বে সেই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে।

আমরা নিষেধাজ্ঞার সেই হাদীসটি লক্ষ্য করিঃ সহীহ মুসলিমের ১৪০৬ নম্বর হাদীসে এবং মুস্‌নাদে আহ্‌মাদের ১৫৩৩৮ নম্বর হাদীসে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সাবুরাহ ইবনে মা'বাদ জুহানী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهٰى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ "আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় হজ্জের সময় নিকাহে মুত্‌আর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ

করতে শুনেছি।”

মনে রাখবেন, এটা নারীজাতির প্রতি ইসলামের বড় অবদান। এর কারণে নারীরা সম্মানজনক স্থায়ীরূপে পারিবারিক জীবন ফিরে পেয়েছে। যাইহোক আমার কথা দীর্ঘ করব না। যেহেতু বিবাহ হল একটি স্থায়ী পারিবারিক জীবন, তাই পাত্র-পাত্রী উভয়পক্ষকে খুব ভাল করে দেখে শুনে ও জেনে বুঝে সম্পন্ন করা উচিৎ। যাতে করে পারিবারিক জীবনটা স্থায়ী এবং শান্তিময় হয়। এ সম্পর্কে একটি হাদীস লক্ষ্য করুনঃ

সুনানে তিরমিযীর ১০৮৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত মুগীরা বিন শু’বাহ (রযি) একজন আনসারী মহিলাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে হযরত মুগীরাকে বললেনঃ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ أَحْرٰى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا “যাকে বিবাহ করবে তাকে ভাল করে দেখে নিও। যাতে করে তোমাদের মাঝে বিবাহটা দীর্ঘস্থায়ী এবং সুখময় হয়।”

সুধী বন্ধুগণ ! আসুন এবার আমরা আলোচনা করব,

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কী কী যোগ্যতা দেখা দরকার ? মনে রাখবেন, একটি নারীর মধ্যে পৃথিবীর যতরকম জাগতিক গুন থাক না কেন, যদি তার মধ্যে দ্বীনদারী ও আদর্শ শিক্ষা না থাকে, তাহলে সে পারিবারিক জীবনে কখনও একজন সতী ও গুণবতী রমণী হতে পারে না। তাই আমাদের শরীয়তে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারী ও আদর্শগত যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। যদিও সে উচ্চ বংশের না হোক, যদিও সে ধনী পরিবারের না হোক, অথবা যদিও সে দেখতে সুন্দরী না হোক, কিংবা দুনিয়াবী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিতা না হোক। তবুও দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ। সহীহ বুখারীর ৫০৯০ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“সাধারণত কোন মহিলাকে বিবাহ করা হয় তার ৪টি গুন দেখেঃ (১) তার সম্পদ দেখে, (২) তার বংশ মর্যাদা দেখে, (৩) তার সৌন্দর্যতা দেখে, (৪) তার দ্বীনদারী দেখে।

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তবে তুমি দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে সফল মনে করবে। চাই তোমার দুই হাত ধুলোয় মিশে যাক।”

জেনে রাখা উচিৎ, বর্তমান যুগে পারিবারিক জীবনে স্বামী স্ত্রীর মাঝে যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশি অভাব দেখা দিচ্ছে, সেটি হল এই দ্বীনদারী ও আদর্শ শিক্ষা। অধিকাংশ পরিবারে মা-বোনেদের মধ্যে দ্বীনদারী ও আদর্শের মৌলিক শিক্ষাগুলি নেই বললেই চলে। তাই উলামায়ে কেরামগণ প্রত্যেক পরিবারের পুরুষকর্তাদেরকে বারবার এ সম্পর্কে সচেতন হতে বলেছেন এবং এর জন্য নিয়মিত দুটি কর্তব্য পালন করতে বলেছেন।

প্রথমতঃ বাচ্চাদেরকে স্কুল শিক্ষার সাথে সাথে হয় মাদরাসায় ভর্তি করতে হবে, তা না হলে কমপক্ষে গ্রামের মক্তবে দ্বীনের বেসিক দ্বীনী শিক্ষাগুলি দিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ বাড়িতে নিয়মিত প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরোয়া তা’লীমের ব্যাবস্থা করতে হবে। এর জন্য দু’টি বই বেছে নেওয়া যেতে পারেঃ (১) ‘পাঁচ মিনিটের মাদরাসা’ নাম

একটি কিতাব, (২) ‘আহকামে জিন্দেগী’ নামে আরেকটি কিতাব। এ দু’টি কিতাবের মধ্যে ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে সাথে মা-বোনেদের ব্যক্তিগতভাবে পড়ার জন্য ‘আহকামুন নিসা’, তা’লীমুন নিসা এবং বেহেশ্তী জেওয়ারের ‘স্ত্রী শিক্ষা’ নামে কিতাবগুলি অবশ্যই কিনে দিতে হবে।

আশা করি আমরা এদু’টি কর্তব্য পালন করলে পারিবারিক জীবনে আবার দ্বীনদার ও আদর্শনারী দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ।

পারিবারিক বিপর্যয়ের দ্বিতীয় কারণ।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! পারিবারিক বিপর্যয়ের দ্বিতীয় কারণ হল, স্বামী স্ত্রীর প্রতি একে অপরের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা। মনে রাখবেন, ইসলাম ধর্মে পারিবারিক জীবনে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কিছু স্বতন্ত্র অধিকার রয়েছে। সেগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা খুবই জরুরী। আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে উভয়ের কিছু মৌলিক অধিকার তুলে ধরার চেষ্টা করছি। প্রথমে নারীর

অধিকারগুলি লক্ষ্য করুনঃ

পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর অধিকার।

স্বামীর উপরে স্ত্রীর অধিকার দুই প্রকারঃ আর্থিক অধিকার এবং মানবিক অধিকার। আর্থিক অধিকার হল, বিবাহের সময় তার ন্যায্য অধিকার মোহরানা আদায় করা এবং বিবাহের পর তার ভরণপোষণ ও বসবাসের বন্দবস্ত করা।

সূরা নিসার ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَأٰتُوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً "আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের (ন্যায্য অধিকার) মোহর দিয়ে দাও খুশি মনে।"

সহীহ মুসলিমের ১২১৮ নম্বর হাদীসে হযরত জাবির (রযি) থেকে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ বর্ণিত আছে। সেই ভাষণে নারীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নবীজি বলেছিলেনঃ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ "আর তাদের (স্ত্রীদের জন্য) তোমাদের উপর পর্যাপ্ত পরিমাণের ভরণপোষণ ওয়াজিব।"

মনে রাখবেন, যদি স্বামী সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভরণপোষণ না দেয়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার কোষাগার থেকে প্রয়োজন মত অর্থ নিতে পারে। কিংবা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। এ বিষয়ে একটি ঘটনা শুনুন।

হযরত হিন্দার ঘটনাঃ

হিন্দা আবূ সুফয়ানের স্ত্রী ছিলেন। ইনি সেই হিন্দা, যিনি উহুদের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হামযা রযিয়াল্লাহু আনহুর লাশের বুক চীরে কলিজা বের করেছিলেন এবং লাশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত করেছিলেন। পরে যখন মক্কা বিজয় হল, তখন স্বামী আবূ সুফয়ান প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হিন্দা তৎকালীন আরবের একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি নারী ছিলেন। স্বামীর ইসলাম গ্রহণের পর তিনিও ইসলাম গ্রহণের জন্য নবীজির দরবারে হাযির হলেন। রসূলুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ইসলামও কবূল করে নিয়েছিলেন। তবে নবীজি তাকে একটি কথা বলেছিলেন

যে, আমি তোমার ইসলামকে মেনে নিলাম, সব ঠিকই আছে। কিন্তু তুমি যেন কখনও আমার সামনে এসো না। কেননা তোমাকে দেখলে আমার চাচার কথা মনে পড়বে। তারপর থেকে হিন্দা কখনও নবীজির সামনে আসেন নি। বরং যখনই কিছু প্রয়োজন হত, তখন আড়াল থেকে নবীজিকে জিজ্ঞেস করতেন। সহীহ বুখারীর ৭১৮০ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, আম্মাজান আইশাহ (রযি) বলেছেনঃ একবার হিন্দা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (আড়াল থেকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলেন) বললেনঃ "আমার স্বামী আবূ সুফয়ান একজন কৃপন মানুষ। সংসারে সন্তান লালন-পালন ও আমার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ভরণপোষণ দেন না। এখন আমি যদি তার অনুমতি ছাড়া কিছু নিই, তাহলে কি কোন গোনাহ হবে ? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ "তুমি তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ তার কোষাগার থেকে না বলে নিতে পার।" বোঝা গেল, স্বামীর উপরে স্ত্রী এবং তার

সন্তানদের জন্য ভরণপোষণ ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে স্বামীর উপর স্ত্রীর জন্য বসবাসের বন্দবস্ত করাও ওয়াজিব। এ সম্পর্কে সূরা তালাকের ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَأَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ "তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) তোমরা সাধ্য অনুযায়ী এমন বাস ঘরে রাখ, যেখানে তোমরা থাক।"

সুধী বন্ধুগণ ! ইসলাম শুধু নারীদের আর্থিক অধিকারের ব্যবস্থা করেনি, বরং তাদের সঙ্গে মানবিক ব্যবহারের অধিকারও দিয়েছে।

কুরআনে করীমে সূরা নিসার ১৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ "এবং তাদের সঙ্গে ন্যায়সংগত (মানবিক) আচরণ কর।" মুফাসসিরীনে কেরামগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোন ভুলত্রুটি হলে, বন্ধুসুলভ আচরণ কর এবং ক্ষমা করে দিও। তাদের সাথে পশুদের মত আচরণ কর না। মনে রাখবেন, ইসলামে পশুদের সঙ্গেও তো সুব্যবহার করতে বলা হয়েছে। তাহলে নারীজাতির সঙ্গে সুব্যবহার

করব না কেন ?

ঈমানদার ভাই সকল ! মনে রাখবেন, পারিবারিক জীবনে পুরুষদের তুলনায় নারীজাতিদের দ্বারা ভুলত্রুটি একটু বেশি হয়ে থাকে, আর এটাই স্বাভাবিক। অতএব একটু ধৈর্য ধারণ করে তাদের ভুলগুলি ক্ষমা করে দিয়ে আবার মানিয়ে নেওয়াটাই উত্তম পুরুষের পরিচয়। তানাহলে কোন পরিবার বেশিদিন টিকে থাকবে না। এ বিষয়ে একটি হাদীস শুনুন।

সহীহ বুখারীর ৫১৮৫ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষদিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজের প্রতিবেশিকে কষ্ট না দেয়। আর তোমরা নারীদের সঙ্গে সুব্যবহার কর। কেননা তাদেরকে পাঁজরের বেঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মনে রেখ, মানুষের পাঁজরের সবচেয়ে বেশি বেঁকা হাড়টি হল, একদম উপরের হাড়। (অর্থাৎ নারীদেরকে পাঁজরের বেঁকা হাড়ের মত বেঁকা বেঁকা চালচলন ও বেঁকা

বেঁকা স্বভাবের সাথেই সৃষ্টি করা হয়েছে।) বোঝা গেল, এটা তাদের জন্মগত স্বভাব। এখন যদি তুমি পাঁজরের ওই বেঁকা হাড়টি সোজা করতে যাও তাহলে ওটা ভেঙে ফেলবে। আর যদি পাঁজরের হাড়টি ঐভাবে বেঁকা রাখ, তাহলে ওর থেকে ফাইদা পাবে।”

অনুরূপভাবে আমি আপনি যদি ওই বেঁকা স্বভাবের স্ত্রীকে সবর করে এবং মানিয়ে গুছিয়ে নিয়ে চলতে পারি, তাহলে স্ত্রী থাকবে এবং পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আর যদি যুলুম অত্যাচার করে সোজা করতে যাই, তাহলে ছটা কেটে যাবে। অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

সেই জন্য নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “কামিল ঈমানদার সেই ব্যক্তি, যার আখলাক-চরিত্র সবচেয়ে ভাল। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবান ওই ব্যক্তি, যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম।” হাদীসটি সুনানে তিরমিযীর ১১৬২ নম্বর হাদীস। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিকভাবে বোঝার সুমতি দান করুন, আমীন।

পারিবারিক জীবনে স্বামীর অধিকার।

জেনে রাখা দরকার, পারিবারিক জীবনে যেমন স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার আছে, তেমনিভাবে স্ত্রীর উপর স্বামীর কিছু অধিকার আছে। স্ত্রীর উপর স্বামীর হক ৪টিঃ (১) স্বামীর অনুগত হয়ে চলা, (২) স্বামীর কামনা-বাসনার চাহিদা পুরন করা, (৩) স্বামীর অবর্তমানে কাউকে তার ঘরেতে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া, (৪) স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে না বের হওয়া। স্ত্রীর উপর স্বামীর জন্য এই ৪টি অধিকার কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত। এগুলি বিস্তারিত আলোচনা করার এখন আর সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে পারিবারিক জীবন কাটানোর তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল